সংবাদ

27 APR 2008

৫ ৭

উলিপুর শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত এক অভিযোগে জানা গেছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাসান আতিকুর রহমান উপজেলায় যোগদানের পর থেকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসটিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করে নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিমতো নানা অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতা ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা দুর্নীতির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। এ অবস্থায় উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে বছরে ৩টি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ বাবদ ৩ লাখ টাকা আত্মসাৎ, শিক্ষকদের মাসিক বিবরণী (রিটার্ন) প্রতি কপি ১টার স্থলে ২ টাকা করে নিয়ে ১০ হাজার টাকা আত্মসাৎ, ৪ পদ বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষককে বদলিকরণ সরকারি নীতিমালা না থাকলেও উপজেলার মশালের চর, [illegible] তিনহাজারীর চর, জুয়ান সাতরাসহ ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলি বাণিজ্য। এছাড়া শিক্ষক শূন্যতা সৃষ্টি করে শূন্যতা পূরনের নামে ডেপুটেশন প্রদান ও ডেপুটেশন প্রত্যাহার বাণিজ্য করে মোটা অঙ্কের উৎকোচ আদায়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের তালিকায় অনিয়ম করে ভাল বিদ্যালয়গুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত তালিকাভুক্ত করে এবং মেরামতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক অনিয়ম করে মোটা অঙ্ক হাতিয়ে নিচ্ছেন ওই কর্মকর্তা। শিক্ষকদের গ্রাচুইটি টাইম স্কেল, জিপি ফাণ্ডের ঋণ গ্রহণসহ বিভিন্ন কাজের ফাইল নির্ধারিত অর্থ ছাড়া তিনি স্বাক্ষর করেন না। অভিযোগে উপজেলা শিক্ষা অফিসার হাসান আতিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগগুলো সত্য নয় বলে দাবি করেন।

এদিকে ওই অফিসের কেরানি মজিবর রহমান এই প্রতিনিধিকে হুমকি দিয়ে বলেন, এ খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে মামলা করা হবে। ওই কেরানি উলিপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে কর্মরত রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে একই উপজেলায় কর্মরত থাকায় তিনি শিক্ষকদের নানাভাবে হয়রানি করায় শিক্ষকরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।